GAP ভাষা
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় বাংলার ব্রত

ড. বীণাপাণি চন্দ

সহায়িকাচার্য(সং)
কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়
একলব্য পরিসর, ত্রিপুরা

Abstract

A ceremony that takes place in society by wishing something is called Vrat. It clearly implies—so firstly, that it is an expression of desire and secondly, that it is a social event. Again this ritual is the common property of the society and secular. Women (Sadhaba or Kumari) who wish for family happiness-peace-prosperity, well-being of husband and son, happiness-peace of future life, rain etc. are doing.

'বাংলার ব্রত' সম্পর্কে বলা যায়, কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলে ব্রত। এতে স্পষ্টই বোঝা যায়—এতে প্রথমত, কামনা বাসনার বহিঃপ্রকাশক ও দ্বিতীয়ত, এটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। আবার এই ব্রতানুষ্ঠান সমাজের সাধারণ সম্পত্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ। পারিবারিক সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি, স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনা, ভাবী জীবনের সুখ-শান্তি, বৃষ্টি কামনা ইত্যাদিতে আকাঙ্ক্ষিত নারীরা (সধবা বা কুমারী) ব্রত করে থাকেন। স্নান সেরে নতুন বা সদ্য ধোলাই করা কাপড় পরে ব্রতীরা আলপনা দিয়ে (পিটুলির গোলার) ব্রতস্থল সাজিয়ে নেন। পরে ফুলধরে, কামনা করে, ব্রতের ছড়া পড়ে ব্রতপালন করে থাকেন। কখনো শেষে ব্রতকথা শোনার রীতিও আছে। অনেক নারী মিলেও ব্রত হয়। বাংলাদেশে লক্ষ্মীব্রত, ভাদুলিব্রত, পুণ্যিপুকুর ব্রত, মাঘমণ্ডলব্রত, তুষলি ব্রত, আদর সিংহাসন ব্রত প্রভৃতি ব্রতগুলি বেশ জনপ্রিয়।

'বাংলার ব্রত' গ্রন্থের শুরুতেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, শাস্ত্রীয় ব্রত ও দ্বিতীয়ত, মেয়েলি ব্রত। শাস্ত্রীয় ব্রতের অপর নাম পৌরাণিক ব্রত। অন্যদিকে মেয়েলি ব্রতের দুই শ্রেণি—কুমারী ব্রত ও নারী ব্রত। আসলে মেয়েলী ব্রতগুলিতে শাস্ত্রীয় বাঁধনের কড়াকড়ি নেই।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে ব্রতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত" (পৃ-৫)। এতে স্পষ্টই বোঝা যায়—ব্রত প্রথমত, কামনা বাসনার বহিঃপ্রকাশক ও দ্বিতীয়ত, এটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। আবার এই ব্রতানুষ্ঠান সমাজের সাধারণ সম্পত্তি ও ধর্মনিরাপেক্ষ— "ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোনো ধর্মবিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়......ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত সেগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি" (পৃ-১১)।

'ব্রত' শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "কোন অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য মনে দৃঢ় পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করে একাগ্রচিত্তে সেই সংকল্পকে কার্যে পরিণত করে তুলবার কায়মনোবাক্যে চেষ্টার নামই ব্রত" (ব্রতচারী সখা/গুরুসদয় দত্ত, পৃ-১)। সুতরাং ব্রতের মধ্যে কোন আকাঙ্ক্ষিত কামনা জাত থাকে। সেই কামনা পরিতৃপ্তির জন্য ব্রত। যিনি ব্রত করেন, তাকে ব্রতী বা ব্রতিনী বলে।

পারিবারিক সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি, স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনা, ভাবী জীবনের সুখ-শান্তি, বৃষ্টি কামনা ইত্যাদিতে আকাঙ্ক্ষিত নারীরা (সধবা বা কুমারী) ব্রত করে থাকেন। স্নান সেরে নতুন বা সদ্য ধোলাই করা কাপড় পরে ব্রতীরা আলপনা দিয়ে (পিটুলির গোলার) ব্রতস্থল সাজিয়ে নেন। পরে ফুলধরে, কামনা করে, ব্রতের ছড়া পড়ে ব্রত সাঙ্গ করেন। কখনো শেষে ব্রতকথা শোনার রীতি আছে। অনেক নারী মিলেও ব্রত হয়।। বাংলাদেশে লক্ষ্মীব্রত, ভাদুলিব্রত, পুণ্যিপুকুর ব্রত, মাঘমণ্ডলব্রত, তুষলি ব্রত, আদর সিংহাসন রত প্রভৃতি রতগুলি বেশ জনপ্রিয়।

<u>ব্রতের শ্রেণিবিভাগ:</u> 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থের শুরুতেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, শাস্ত্রীয় ব্রত ও দ্বিতীয়ত, মেয়েলি ব্রত। শাস্ত্রীয় ব্রতের অপর নাম পৌরাণিক অন্যদিকে মেয়েলি ব্রতের দুই শ্রেণি—কুমারী ব্রত ও নারী ব্রত।

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি পুরাণোক্ত পদ্ধতিমাফিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা সৃষ্ট। হিন্দু ধর্মের জটিল অনুষ্ঠান ও নানাবিধ দৈব মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যের হিন্দুধর্মের জটিল আবর্ত ভেঙে তন্ত্র ও পুরাণকে ব্রতের আঙ্গিকে প্রকাশ করা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "প্রথমে সামান্য কাণ্ড – যেমন আচমন, স্বস্তিবাচক, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগোব্য শোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্যার্থ, আসন শুদ্দি, ভূত-শুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাটি এবং বিশেষার্ঘ্যস্থাপন। এর পরে ভূচ্ছি উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে পান দাক্ষিণ্য নিয়ে কথা শ্রবণ বা রোচনার্থে ফলশ্রুতি, ব্রতে যাতে রুচি জন্মায় সেজন্য ব্রতকথা শোনা। সামান্যকাণ্ড ও ব্রতকথা এই দুই হল পৌরাণিক ব্রতের উপাদান" (পৃ-৫)। শাস্ত্রীয় এত প্রসঙ্গে যা বলা হয়-

https://www.gapbhasha.org/

(১) শাস্ত্রীয় ব্রতের দুই প্রধান অঙ্গ – সামান্যকাণ্ড ও ব্রতকথা শোনা।
(২) এগুলি শাস্ত্রীয় বিধির আবেষ্টনীতে মোড়া।বিধির মান্যতা কঠোরভাবে দেখা হয়।
(৩) হিন্দুধর্মের একপ্রকার সংস্করণ বলে অনেকটাই কৃত্রিম।
(৪) পুরাণের ইতিহাসগুণকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয় না।
(৫) লোকমানসের(Folk-mind) চিন্তার ছাপ থাকে না।

অন্যদিকে "সংহত লোকসমাজ থেকে উদ্ভুত, বিশেষভাবে, নারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত পালিত, বিশেষ কোনো ঐহিক কামনা পুরাণার্থে লৌকিক দেবদেবীর নামে যে ব্রত করা হয় তাই লৌকিক রত" (বাংলার ব্রত ও অবনীন্দ্রনাথ / সৌগত চট্টোপাধ্যায়, পৃ-২৩)। হিন্দুপূর্ব যুগ ও হিন্দুযুগ — দুইয়ের ধর্মীয় আদান প্রদানের নিগূঢ় ইতিবৃত্ত মেয়েলি ব্রতগুলির সঙ্গে যুক্ত। লৌকিক উপায়ে এদের ক্রিয়া। অবশ্য শাস্ত্রীয় ব্রতের অনেকখানিও মিলে মিশে একাকার হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের মতে, "এই মেয়েলি ব্রতেরও দুটো ভাগ; এক প্রস্থ ব্রত কুমারী ব্রত পাঁচ-ছয় থেকে আট-দশ বছরের মেয়েরা এগুলি করে, আর বাকিগুলি নারীব্রত — বড়ো মেয়েরা বিয়ের পর এগুলি করতে আরম্ভ করে" (পৃ-৫)। নারীব্রতগুলিকে ঠিক খাঁটি লৌকিক ব্রত বলা যায় না। কেননা একে শাস্ত্রীয় ব্রত ও অশাস্ত্রীয় ব্রত—উভয়েরই মিশ্রণ দেখা যায়। লৌকিক ব্রতের সরলতা অনেকটাই নষ্ট হয় এতে।

কুমারী ব্রতগুলি খাঁটি আকারে পাওয়া যায়। ব্রতের উপকরণ আহরণ, ব্রতের আচরণ (আলপনা দেওয়া, পুকুর কাটা), ফুলধরা ও ব্রত কথা শোনা—এই তার পদ্ধতি। মতত্ত্ব ও শাস্ত্রীয় বিধিপদ্ধতির ঘেরাটোপ একেবারেই নেই।

সুতরাং মেয়েলী ব্রতের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) মেয়েলি ব্রতে শাস্ত্রীয় বাঁধনের কড়াকড়ি নেই। নারীরতে আছে আংশিক প্রভাব এবং কুমারী ব্রতে তাও নেই।

(২) মেয়েলি এতে কামনার প্রতিমূর্তি অঞ্চলে নানা পদ্ধতি লৌকিকভাবে চলিত – আলপনা দেওয়া, পুকুর কাটা ইত্যাদি।
(৩) মেয়েলি ব্রতের ছড়া ও আলপনায় জাতির মননচিন্তনের সম্যক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

(৪) এগুলি অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত। কেননা বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ ও আচরণে বা ক্রিয়ায় তার প্রকাশ ঘটে।
(৫) মেয়েলি ব্রতগুলির সঙ্গে লোকমাজের সুখদুঃখ বিজরিত। কেননা ঐহিক কামনা বাসনার প্রতিরূপ ধরা পড়ে এতে।

পার্থক্য : শাস্ত্রীয় ব্রত ও মেয়েলি ব্রত:

কোন কিছু কামনা করে, তা পূরণের উদ্দেশ্য যা করা হয়—তাই ব্রত। সুতরাং যে আঙ্গিকের ব্রত হোক না কেন তাতে ব্রতীর কামনাই প্রকাশ পায়। ব্রতগুলি পালনে সেই কামনা প্রতিমূর্তি লাভ করে এবং তদনুরূপ উপাচার দেখা যায়।

(১) শাস্ত্রীয় ব্রতের পালন পদ্ধতি শাস্ত্রীয়ভাবে স্থিরীকৃত। সামান্যকাণ্ড ও ব্রতকথা শোনা—এ দুই হল মুখ্য বিষয়। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন – "প্রথমে সামান্য কাণ্ড – যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগোবাশোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসানি এবং বিশেষাদ স্থাপন। এর পরে ভুচ্ছি উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা দিয়ে কথাশ্রবণ বা রোচনার্থে ফলশ্রুতি, ব্রতে যাতে রুচি জন্মায় সেজন্য ব্রতকথা শোনা" (পৃ-৫)।

অন্যদিকে মেয়েলি রাতের নারীব্রতগুলি শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়ের মিশ্রণ। কিন্তু ব্রতগুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের গঠন "আহরণ, যেমন ব্রত করতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করা; আচরণ, যেমন – কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতিতে ফুল। ধরা, শেষে যদি কোনো ব্রতকথা থাকে তো সেটা শোনা, নয়তো ফুলধরেই শেষ কামনা। জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ" (পৃ-৬)।

(২) শাস্ত্রীয় ব্রতে শাস্ত্রীয় বিধানসহ যা প্রকাশ পায় তা কৃত্রিমতায় ভরপুর। নরুল পদার্থের দ্যোতনাদিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হিন্দুধর্মের সুলভ সংস্করণ হিন্দুব্রত মালাবিধান চিনির ডেলার আকারে যেমন কুইনাইন পিল" (পৃ-৬)।

কিন্তু লৌকিক ব্রতে কোন কিছুর সুলভ সংস্করণ নেই। এগুলি লোকসমাজের কামনার প্রাপ্তিকল্পে উদ্‌ভূত ক্রিয়া। আলপনা দেওয়া পুকুর কাটা, ছড়া কাটায়, ব্রত কথা শোনায় প্রতীনির স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশ পায়।

(৩) মূল্যগত প্রশ্নে ব্রতগুলির মধ্যে মেয়েলি ব্রতগুলিই অধিক মূল্যবান সামাজিক ও ঐতিহাসিক মানদণ্ডে। যদিও পুরাণগুলি ইতিহাস অনেকটাই গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তাকে ভেঙে কৃত্রিম ব্রতগুলি "না পুরাতন আচার-ব্যবহারের চর্চার বেলায় না লোক সাহিত্য বা লৌকিক ধর্মাচরণের অনুসন্ধানের সময় কাজে লাগে" (পৃ-৬)। মেয়েলি রগুলিতে থাকে সমাজ ইতিহাসের নিগূঢ় সূত্র। সামাজিক বহুবিধ প্রসঙ্গ ও মননের ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির মননচিন্তা,

https://www.gapbhasha.org/

আকাঙ্ক্ষা ও প্রকৃতির ছাপ এতে স্পষ্ট। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়, "খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই" (পৃ-৬)।

(৪) শাস্ত্রীয় ব্রতে পূজারী ও মন্ত্রতন্ত্রের জাকজমকপূর্ণ প্রাধান্য। অবশ্য পুরাটোই শাস্ত্রীয়বিধি মতোই। তবে মেয়েলি ব্রতগুলির যেগুলি নারীব্রত তাতে শাস্ত্র ও অশাস্ত্রের মেলবন্ধন আছে। কিন্তু খাঁটি মেয়েলিব্রত বা কুমারী ব্রতে আছে বৈচিত্র্য। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সেখানে কামনা যত রকম তার চরিতার্থ প্রক্রিয়াও তত রকম"। উল্টে শাস্ত্রীয় ব্রতে "সব কামনার এক ক্রিয়া, সব রোগের এক ওষুধ বা সব সিন্ধুকের একই চাবি"(১৩)

(৫) শাস্ত্রীয় ব্রতে পুরাণভাড়া অংশ থাকে বলে পরমার্থিক কামনা থাকে। লৌকিক এতে বা মেয়েলি ব্রতগুলির কামনা লোকজ, প্রতিদিনকার চাওয়া-পাওয়া এবং সমাজ-পরিবেশগত কামনা বাসনা। যেমন ভাবুলি ব্রতে স্বামী, শ্বশুর, বাপ, ভাই বাণিজ্যযাত্রা থেকে যাতে নির্বিঘ্নে ফিরতে পারে—তাই কামনা।

"নদী নদী কোথা যাও।
বাপভায়ের বার্তা দাও।
নদীনদী কোথা যাও
সোয়ামি শ্বশুরের বার্তা দাও।"

কিংবা 'তুতুষলি' ব্রতে—

"কোদাল কাটা ধন পাব,
গোহাল আলো গোরু পাব,
দরবার আলো বেটা পাব,
সভা-আলো জামাই পাব,
সেজ আলো ঝি পাব,
আড়ি মাপা সিন্দুর পাব।"

(৬) শাস্ত্রীয় ব্রতের আদল অনেকটা দেবতার পূজার মতো। অন্যদিকে খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে ঠিক পূজা নেই। "এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব, কতকচিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদি মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিক্রিয়া মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্যনৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে.... (পৃ-৩৮)।

ব্রত পরিচিত : ভাদুলি এত

সময়কাল : ভাদ্রমাসের শেষভাগ।

ব্রতীনি: "একটি ছোটো মেয়ে এবং তার চেয়ে একটুও বড়ো না এমন একটি ঘোমটা দেওয়া নতুন বউ এবং সঙ্গিনীগণ।" (পৃ.৪১)
উপকরণ: "ব্রতের উপকরণ বলতে ভাদুলির মূর্তি, জোড়া ছত্র মাথায় জোড়া নৌকায় লিখে, চারিদিকে নদী সমুদ্র, কাঁটাবন, হিংস্র জন্তু, নৌকা প্রভৃতি আলপনায় এঁকে এ ব্রত করা হয়" (বাংলায় ব্রত ও অবনীন্দ্রনাথ/সৌগত চট্টোপাধ্যায় পৃ-২৯)। ক্রিয়া: শুরতে আলপনা এঁকে দৃশ্যপট তৈরি হন। পরে ক্রিয়া ও ছড়া থেকে আধুনি ব্রতের মুর্তিটি নির্মিত হয়। চারটি পৃথক দৃশ্য যোগে একটি ছোটো ছোটো মেয়েদের দ্বারা পালিত হয়। আলপনায় ফুলধরে কামনা ব্যক্ত করা হয়।

> দৃশ্য-১

ভাদ্র মাসের ভরা নদী থেকে মেয়েরা কলসীতে জল তুলে যাচ্ছে, এমন দৃশ্যাবতারণা। জন তোলার ছড়া কাটার পর ফুল ধরে একে একে বলা হয়—

১। নদী, নদী, কোথায় যাও? বাপ ভায়ের বার্তা দাও।

২। নদী, নদী, কোথায় যাও

সোয়ামি শশুরের বার্তা দাও।

৩। নদীর জল, বৃষ্টির জল, যে জল হও,

আমার বাপ ভায়ের সম্বাদ কও।

https://www.gapbhasha.org/

বৃষ্টি হওয়া, পাখির উড়ে যাওয়া, ভেলার ভেসে যাওয়া ইত্যাদি দেখানো হয়।

>দৃশ্য-২

ব্রতক্রিয়ার দ্বিতীয় পালা বা পর্ব। বনাঞ্চল, কাটা জঙ্গল, পর্বত, অন্ধকার রাত্রির দৃশ্য অঙ্কন। সমুদ্রের গর্জন ও জন্তুর হুংকার শ্রবণ।

ছড়া-১। বনের বাঘ, বনের মোষ।
তোমরা দিও না আমার বাপ ভাইয়ের দোষ।

২। বাপ ভাই গেছেন কোন ব্রজে?
সোয়ামি-শ্বশুর গেছেন কোন ব্রাজে?

বনদেবীর আশ্বাস : তারা গেছেন এক পথে
ফিরে আসবেন আর পথে।

পর্বত শিখরে সূর্যোদয় অঙ্কনের কাছে ফুল ধরে বলতে হয়-
কাটার পর্বত! সোনার চূড়া! উদয়গিরি!
তোমারে যে পূজলাম সুমঙ্গলে, আসুন তাঁরা আপন বাড়ি।

জোড়া ছত্র মাথায় নৌকায় করে ভাদুলির আবির্ভাব, পরে আকাশবাণী — "ফিরে আসবেন আজ।" ভাদুলির প্রতি নমস্কার জানিয়ে ছড়া-
জোড়-জোড়-জোড় সোনার ছত্তর জোড় নৌকায় পা।
আসতে যেতে কুশল করবেন ভাদুলি মা।

> দৃশ্য-৩

খিড়কি পুকুরে নৌকাবরণের ডালা সমেত মেয়েদের অবস্থান। পড়শি বুড়ির জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রতীনি বলে – "আমার বাড়ির লোক, আমার বাড়ির লোক।"

> দৃশ্য-৪

ভাদুলি পালার সাঙ্গ হওয়ার উপক্রম, প্রবাসীর আগমন, যাত্রী ওঠানামা, আনন্দের হাট যেন সংসারে। চন্দন দিয়ে, সিন্দুর দিয়ে নৌকাবরণ—

এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে চন্দন দিলাম,
বাপ পেলাম, বাপের নন্দন পেলাম।
এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে সিন্দুর দিলাম,
বাপা ভায়ের দর্শন পেলাম।

ফুল ধরে নিম্নোক্ত ছড়া বলে, কলা বউ ও ফুল ভাসিয়ে দেওয়া হয়-
কলার কাঁদি! কলার কাদি!
তোমাকে দিলাম গঙ্গায়, আমরা গিয়া বাঁধি।

অবশেষে গ্রামে আচার্যদেব বলেন-

নম নম ভাদুলিদেবী ইন্দ্রের শাশুড়ী,
বছর বছর রক্ষা করো ব্রতীর পুরী।

ব্রতের ফল: বাপ, ভাই, স্বামী, শ্বশুর—এরা বাণিজ্যযাত্রায় গেলে তাদের বাণিজ্যিক সফলতার সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন কামনা। জলাজঙ্গলাময় বাংলা দেশে ভাদ্রের জলপ্লাবনেও তাদের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করা।

বিশেষ দিক : ভাদুলি ব্রত থেকে সমাজ ও সাহিত্যের নানা সূত্র অনুসন্ধান করা যায়-

(১) স্বামী-শ্বশুর, বাপ-ভাই এর বাণিজ্য যাত্রা থেকে বাঙালীর বাণিজ্যবিস্তৃতির প্রসঙ্গ উঠে আসে। দীর্ঘকাল বাণিজ্যিক

https://www.gapbhasha.org/

প্রবাস থেকে বিপদমুক্তির সঙ্গে ফিরে আমার কামনাতে ভাদুলি ব্রত। তাই বাণিজ্য যাত্রার বিস্তৃতি অনেকটাই মনে হয়।

(২) বিচিত্র আলপনার ব্যবহার থেকে লোকনন্দন চেতনার ধারণা পাওয়া যায়।
লোকসমাজে শিল্পচেতনার উদ্ভব এখান থেকেই বলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কামনার
প্রতিমূর্তি শুধু নয়, কেননা – "সে হিসেবে আলপনার জিনিসটির প্রতিরূপ দিলেই তো কাজ চলে, কিন্তু দেখছি, মানুষ শুধু সেইটুকু করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, এবং তার মনও তৃপ্তি মানছে না ততক্ষণ-না শিল্প সৌন্দর্যে সেগুলি ভূষিত করতে পারছে" (পৃ-৬৯)। (৩) স্পষ্টতই দৃশ্য বিভাজন থেকে নাট্যকলার সূত্র অনুসন্ধান করা যায়। মেয়েরা, সঙ্গিনীরা — সকলে মিলেমিশে নাটকীয় মূর্তিতে ভাদুলিব্রত পালিত হয়।
(৪) ব্রতের ছড়াগুলিও গীতরূপের অনেক নিদর্শন আছে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন "এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব, কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করেছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা" (পৃ-৩৮)।

ব্রত পরিচিত ঃ সেঁজুতি ব্রত

সময়কাল : কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অঘ্রান মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত—সারা অঘ্রান মাস ধরে সেঁজুতি ব্রত পালিত হয়।

ব্রতীনি : কুমারী মেয়েরাই এই ব্রত পালন করে।

উপকরণ : মধু, চিনি, দই, ঘি, চন্দন, দূর্বা ইত্যাদি। পিটুলির গোলা নিয়ে আলপনা আঁকা।

ক্রিয়া : বাড়ির দালানে, ছাতে বা উঠানে পিটুনির গোলা দিয়ে আলপনা ঘর আঁকতে হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, "এই ব্রতটিতে প্রায় চল্লিশ রকমের জিনিস আলপনা দিয়ে লিখতে হয় এবং তার প্রত্যেকটিতে ফুল ধরে, এক-একটি ছড়া বলতে হয়" (পৃ-৪৬)। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ৫২টি ঘর করতে হয়। প্রতি ঘরে পৃথক পৃথক ছবি আঁকা হয়। একেবারে মাঝে ঘট বসাতে হয় এবং তার চার ধারে ঘরগুলি থাকে। ঘরগুলি হল-

(১) জলভরা ঘট আর ঘটের পাশে একটি প্রদীপ জ্বালাতে হবে (২) ষোলঘর ও শিব (৩) দোলা (৪) কোড়া (৫) বেগুন পাতা (৬) শরগাছ (৭) বেনা গাছ (৮) বাঁশের কোঁড়া (৯) গঙ্গা-যমুনা (১০) সুপুরি গাছ (১১) চন্দ্র-সূর্য (১২) হাট-ঘাট (১৩) গোয়াল (১৪) অশ্বত্থ গাছ (১৫) বঁটি (১৬) খ্যাংরা (১৭) শিবমন্দির (১৮) লতাপাতা (১৯) নাটমন্দির (২০) পাকাবান (২১) ত্রিকোনা প্রদীপ (২২) হাতে ছেলে, কাে ছেলে (২৩) ঢেঁকি (২৪) খাট-পালঙ্ক (২৫) ধাতা কাতা (২৬) আম-কাঁঠালের পিঁড়ি (২৭) ঘি ও চন্দনের বাটি (২৮) গহনা (২৯) রান্নাঘর (৩০) ঢেঁকি কর্কটি (৩১) আয়না (৩২) উদবিড়ালী (৩৩) বেড়ি (৩৪) হাতা (৩৫) পাখি (৩৬) কুলগাছ (৩৭) কাজললতা (৩৮) নক্ষত্র (৩৯) সিঁদুর চুপড়ি (৪০) পানের বাটা (৪১) শী (৪২) ময়না (৪৩) দশপুতুল (৪৪) পাখি (৪৫) ইন্দ্র (৪৬) তেরাজ (৪৭) পট্টা ডুমুর (৪৮) ধানের মরাই (৪১) তালগাছ (৫০) খু ফেলা (৫১) থোঁ (৫২) কুঁচ কুঁচতি।
সচন্দন দুর্বা দিয়ে প্রতি ঘরে ঘরে ছড়া পড়তে হয়। প্রতি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ছড়া।

বেগুন পাতায় হাত দিয়ে ফুল-দুর্বা ধরে বলতে হয়-

বেগুন পাতার ঢোলা ঢোলা।
মায়ের কোলে সোনার থালা ॥
হেন মা পুত্র বিগুলি।
শুভক্ষণে রাত পোহালি।

কিংবা, উদ্‌বিড়ালীতে হাত দিয়ে ফুল দুর্বা ধরে বলতে হয়-

উদবিড়ালী খুদ খা।
স্বামী রেখে সতীন খা।

কিংবা, পানের বাটায় হাত নিয়ে ফুল দুর্বা ধরে বলতে হয়—

পানের বাটা পূজন।

সোনার খালে ভোজন

https://www.gapbhasha.org/

সোনার খালে ক্ষীরের লাড়ু

শাঁখার আগে সোনা খাড়ু।

ব্রতের ফল--- কুমারীরা এই ব্রত করলে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। বাহারটির প্রতি ক্ষেত্রে যে যে কামনা করা হয়, তার প্রায় সবকটিই কুমারীর ভাণী জীবনে সামাজিক সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে। উন্ন সকল কামনা পূর্ণ হবে এই ব্রত করলে

ব্রতের আলপনা : শিল্পসূত্র :

ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলপনার নানা নাম-রাঙ্গালি, কোলন, সাথিয়া ইত্যাদি। বাংলাদেশে যে আলপনা প্রচলিত তাতে পিটুনির খোলা ভিন্ন অন্যকোন পদার্থ ব্যবহার হয় না। সাধারণত আতপ চাল ভিজিয়ে শিলনোড়ার পেশাই করে জলে গুলে হাতে আঙ্গুলের সহায়তায় আলপনা দেওয়া হয়। তবে কোথাও ন্যাকড়ার (ছেঁড়া কাপড়) সাহায্য নেওয়া

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্রতের প্রায় আবশ্যিক উপাদান হল আলপনা। এত উদ্‌যাপন করতে হলে, বিশেষত মেয়েলিব্রত গুলিতে কামনা বাসনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই আলপনাতেই। প্রথমে কামনা প্রতীনির মনে জাগল ঐহিক সুখ ও সমৃদ্ধির বাসনায়। পিটুলির গোলায় হাতের টানে তাই মূর্ত রূপ পেল আলপনাতে। কামনা অন্তরের ভাব বুপ মাত্র। তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটতে পারে আচরনে, কিন্তু বান্ধি নিরপেক্ষ ভাবে তাকে প্রকাশ করা সম্ভব হল আলপনাতে। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, মানুষের মনে কোথায় একটি গোপন উৎস রয়েছে, যেখান থেকে এইসব আলপনা নতুন নতুন এক একটি সৃষ্টির বিন্দুর মতো বেরিয়ে আসছে। ব্রতের আলপনাগুলি থেকে পরিষ্কার দেখা যায় মানুষের অন্তরের কামনার সঙ্গে তার হাতের কাজগুলির বেশ একটি যোগ রয়েছে কিন্তু অন্তরের কামনার সঙ্গে বাহিরের চেষ্টার যোগ থাকলেই যে সব সময়ে শিল্প আকারে কাজটা দেখা দিচ্ছে তা তো নয়, বরং দেখি কামনা আর তার সিন্ধির চেষ্টার মধ্যে যত কম অবসর এবং বাধা ততই মানুষের ক্রিয়া সুন্দর হয়ে দেখা দেবার সুবিধা পাচ্ছে না" (পৃ. ৭০)

একথা ঠিক যে সৃষ্টি মূলে আবেগ কাজ করে, তবে আবেগের যে কোনো বহিঃপ্রকাশ অবশ্য শিল্প নয়। তার প্রকাশ হতে হয় সুসংহত ও সুসংবদ্ধ। অতৃপ্তি জনিত মানসিক দোলার পূর্তি উপলক্ষেই শিল্পের জাগরণ। অবনীন্দ্রনাথ বলেন, "অতৃপ্তির মাঝে মন দুলছে—এই দোলাতেই শিল্পের উৎপত্তি। কামনার বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদের শূন্য ভরে উঠছে কল্পনায়, নানা ক্রিয়ায় নানাভাবে, নানা রসে। ... মনের এই উন্মুখ অথচ উৎক্ষিপ্ত নয় অবস্থাটিই হচ্ছে শিল্পের জন্মাবার অনুকূল অবস্থা" (পৃ-৭১)। এই বিচ্ছেদ, যা পূরিত হচ্ছে কল্পনায় ও ক্রিয়ায় আলপনা হল তার প্রধান পূরণ মাধ্যম। যেমন কামনা তার পূরণে আলপনাও তেমনি।

ব্রতের আলপনা বিবিধ প্রকার বলে বাংলার ব্রত' গ্রন্থে তার একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে (পৃ-৭৪)। প্রথম, পদ্মগুলি। দ্বিতীয়, নানা লতামণ্ডল বা পাড়। তৃতীয় গাছ, ফুলপাতা ইত্যাদি। চতুর্থ, নদনদী ও পল্লিজীবনের দৃশ্য। পাম, পশুপক্ষী, মাছ ও নানা জন্তু। ষষ্ঠ চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র। সপ্তম, আভরণ ও নানা প্রকার আসবাব। অষ্টম, পিড়ি চিত্র। যেমন ব্রত, তার সঙ্গে (কামনার সঙ্গে) সাজুয্য দিয়েই আলপনার উৎপত্তি।

যেমন- বাংলাদেশের কৃষিপ্রধান জীবন-জীবিকায় ধনদাত্রী লক্ষ্মীর আরাধনায় এসেছে লক্ষ্মীপুজারত। এখানে কামনা যশোলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী এবং কুললক্ষ্মী সন্তুষ্ট হন আর ব্রতীর সংসারে তাঁরা চিরদিনের জন্য বাঁধা থাকে" (বারো মেসে মেয়েদের ব্রতকথা / কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ, পৃ-১৬)। সুতরাং তার কামনার প্রাপ্তিমূলক ছবিই আলপনায় স্থান পাবে। তাই ধানের মরাই, জলপূর্ণ ঘট, ধানের গোছা, ধানগাছ, ফলও। কলাগাছ, নদনদী, চাষবাসের সরগ্রাম, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন ইত্যাদি আলপনায় আসে। ব্রতীনির বিশ্বাস জলপূর্ণ ঘটে, ধানের মরাইয়ের মতো পূর্ণ হবে বাস্তবের মরাই। ধানের গোছা, ধানগাছ, ফলন্ত কলাগাছ ইত্যাদি ফলন্ত রূপে ভরে উঠবে ধানক্ষেত। লক্ষ্মীর পদচিহ্নে পা দিয়ে মা লক্ষ্মী আসবে ব্রতীনির ঘরে ভরে উঠবে সমৃদ্ধির সংসার। অনুরূপ সেঁজুতি ব্রতে বাহান্ন ঘরের ছবি, সুবচনী ব্রতে সুবচনী হাঁস ইত্যাদি চিত্রগুলি প্রাসঙ্গিক কামনায় সংযুক্ত।

ব্রতের আচরণ এবং শিল্পক্রিয়া—দুটোরই মধ্যে মনের আবেগ কাজ করে। কামনা, তার পরিতৃপ্তির জন্য এত এবং তার উপাচার দিয়ে কামনা পূরণের বাসনা। উল্টে বলা যায়, উপাচার গুলি কামনার প্রকাশ। আলপনাতে তা মূর্ত হয়। আর শিল্প ক্রিয়ায় মনের নন্দন চেতনা মূর্তিলাভ করে। সেখানেও অন্তরের সৌন্দর্যাবেগ কাজ করে। ব্রত থেকে তার উদ্ভব প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেন, "শস্য ফলবার আগেই শস্য
উদ্‌গমের ব্রত আরম্ভ হল এবং শস্যের প্রকৃত উদামের ও কামনার মাঝের দিনগুলো মনের আবেগে নানা কল্পনায় নানা ক্রিয়ায় ভরে উঠে নাট্য, নৃত্য, আলেখ্য এমনি সব নানা শিল্পের জন্ম দিতে লাগল" (পৃ – ৭৩) বিশেষত লতা, ফুলপাতা, গাছ, পিড়িচিত্র, আসবাব, নদী ইত্যাদি চিত্রগুলি পিটুলির গোলায় একটানে ব্রতীরা আঁকতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে অনুকরণাত্মক হয়ে ওঠে কখনো কখনো। মন্দিরের মণ্ডনচিত্র, পার্থিব বিষয়চিত্র — সকলই ব্রতীর অন্তরে জাগ্রত থাকে। অবনীন্দ্রনাথের কথায়, "মন্দিরের কারুকার্য, তার গঠনের তারতম্য, চিত্রকারিণী প্রত্যেকদিন নজর করে দেখে দেখে তবে মন থেকে এগুলি প্রকাশ করেছেন, বেশ বোধ হয়" (পৃ.–৭৬)।

https://www.gapbhasha.org/

বাংলার ব্রত : নাট্যসূত্র

খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলির পালন কালে কার্যপর্যায় বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “এদের গঠন এইরূপ – আহরণ, যেমন ব্রত করতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করা, আচরণ, যেমন কামনার প্রতিচ্ছবি, আলপনা দেওয়া, পুকুর কাটা ইত্যাদি এবং কামনা জানিয়ে কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতিতে ফুল ধরা। শেষে যদি কোনো ব্রত কথা থাকে, তো সেটা শোনা, নয়তো ফুল ধরেই শেষ কামনা জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ” (পৃ – ৬)।

সুতরাং ব্রতের উপালাগুলি হল – (ক) কামনা, (খ) ক্রিয়া, (গ) ছড়া, ও (ঘ) ব্রতকথা। কামনার বিষয়কে প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ব্রত বলেই আগেই কামনা ব্রতীর অন্তরে জাগ্রত থাকে। পরে আলপনায়, ফুলধরায় প্রভৃতিতে ক্রিয়াত্মক রূপ পায়। সঙ্গে ব্রতের ছড়া ও ব্রতকথা শোনার মধ্য দিয়ে যে বাহ্যিক চিত্র প্রতিভাত হয় তাতে আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে আরো অন্যান্য বিষয় এসে পড়ে। যেমন মেয়েলি ব্রত প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেন, “খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পূজো নয়; এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক উৎসব, কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য, নৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করেছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা। অন্তত এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করছে দেখতে পাই" (পৃ – ৩৮)।

ফলত ব্রতের মধ্যে গীতকলা, চিত্রকলা ও নাট্যকলার উপস্থিতি সকল জাতির মধ্যে থাকার অর্থই হল মানব মনের মূলগত ক্ষেত্রে তা নিহিত। মৌল নান্দনিক ক্ষেত্রে যে কলাগুলির উপস্থিতি এ কথাই তার প্রমাণ দেয়। কেননা ব্রত প্রক্রিয়ায় মনস্কামনার প্রতিধ্বনি, প্রতিচ্ছবি ও প্রতিকৃতিতে সমবেতভাবেই তা প্রকাশ পায়,— “আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে নৃত্যে, এককথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা" (পৃ.৬৫)।

ভাদুলি, মাঘমণ্ডল, অশ্বত্থ পাতা, কুলাই ঠাকুরের ব্রত প্রভৃতি ব্রতের উদাহরণ দেখলে বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। ভাদুলি রতে ব্রতীর বাপ, ভাই, স্বামী, শ্বশুর বাণিজ্য যাত্রার কারণে বিদেশে অবস্থিত। তাদের ফিরে আসার কামনা ও প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং অন্যদিকে ব্রতীর উৎকণ্ঠা—এ যেন নাটকীয় পরিবেশ। কামনার প্রতিচ্ছবি ব্রতের আলপনায়। আসলে এতো নাটোরই দৃশ্যপট। ভরা নদী, নৌকা, বনদেবী - এসকল যেমন আছে, তেমনি আবার অন্ধকার রাত্রি, সমুদ্রের ও জন্তুর গর্জন তো নাটীয় পরিবেশ রচনার সহায়ক। ছোটো মেয়ে, ছোটো বউ, মেয়েরা, বনদেবী, আকাশবাণী ইত্যাদির কথাবার্তা পুরোটাই নাট্য- আদলের। রীতিমতো উক্তি প্রত্যুক্তির পরিচয় এবং দৃশ্যান্তর দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে ভাদুলি রতের পরিচয় দিয়েছেন।

একে পূর্ণাঙ্গ নাটক আখ্যা দেওয়া যায় না, কিন্তু নাটের আদল রক্ষা পেয়েছে। ব্রত লোকায়ত জীবনের ছবি, যা সমাজ-মননের পরিচায়ক। ফলত সেখান থেকেই এই নাট্যগুণ নিয়ে বোধহয় পরবর্তী নাট্য তৈরি বলে অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, “এটাকে একটা মহানাটক বলা চলে না, কিন্তু নাট্যকলার অঙ্কুর যে এখানে দেখছি সেটা নিশ্চয়"(৪৫)।

মাঘমণ্ডল ব্রততে দেখি রীতিমতো নাটকের পালা। মালি, মালিনী, মেনোরা, সূর্য, চন্দ্রকলা, বৈতালিক, পড়শি, সূর্যের মা, গৌরী, সিকদার প্রমুখ চরিত্র সম্বলিত পালা। পুরোটাই সংলাপ ও ছড়ায় বা গানে ভরা। এখানে লক্ষ্যনীয় সূর্যকে চরিত্র করেই। পালাটির অভিনয়। শুধু তাই নয় নাটকীয় পরিবেশ রচিত হয়েছে নানা ভাবে। যেমন একেবারে শেষ অংশে — "বৈশাখের মেঘ গর্জন করে উঠল, বড় হু হু বইল, উৎসবের সাজ সরগ্রাম লণ্ডভণ্ড করে গরম বাতাসে ধুলো উড়ল, মলিন মুখে মেয়েরা ঋতুরাজকে বিদায় দিলেন।

আজ যাও লাউল, কাল আইসো
নিত্য নিত্য দেখা দিও।
বছর বছর দেখা দিও।"

অশ্বত্থ পাতা রতে নির্দেশই হল – “কেউ হেলতে দুলতে কেউ নাচতে নাচতে, কেউ বা গজেন্দ্র গমনে। এর পরেই ঠাকুর ঠাকুরণ। এঁরা যে কোনো দেবতা তা বলা যায় নাশিব দুর্গা হতে পারেন, লক্ষ্মী নারায়ণ হতে পারেন, পিতৃপুরুষদেরও কেউ হতে পারে।" আর সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সংলাপটিও----

“ঠাকুর জিজ্ঞাসেন। ঠাকুরণ। নরলোকে গঙ্গার ঘাটে কী ব্রত করে?

উত্তর। অশ্বত্থ পাতার ব্রত করে।
প্রশ্ন। এ ব্রত করলে কী হয়?
উত্তর। সুখ হয়, সহায় হয়, সোয়াস্তি হয়।"

ব্রতের ছড়াগুলিতেও কাহিনি তথা নাটকের সূত্র লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে নাটকের সংলাপ থাকে না। কিন্তু ভিতরে থাকে তার সূত্র। যেমন–তুষ-তুষলি ব্রতের একটি ছড়া৷ সূর্যোদয় দর্শন করে স্নান সেরে নদী তীরে দাঁড়িয়ে ব্রতী

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

বলে-

রায় উঠেছেন রায় উঠেছেন বড়ো গঙ্গার ঘাটে।
কার হাতে রে তেল -গামছা? দাওগো রেয়ের হাতে।
রায় উঠেছেন রায় উঠেছেন মেজো গঙ্গার ঘাটে।
কার হাতে রে শাখা সিঁদুর দাওগো রেয়ের হাতে।
রায় উঠেছেন রায় উঠেছেন ছোটো গঙ্গার ঘাটে।
রায় উঠেছেন অন্নে, তামার হাঁড়ির বর্ণে,
তামার হাঁড়ি, তামার বেড়ি—

এই ছড়াগুলি পূর্ণাঙ্গ নাটক নেই সত্য, কিন্তু বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত টুকরো, যা সমগ্রটি মিললে সত্যকার নাটক হতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ বলেন, "ভাদুলি ব্রতের মতো আরও ব্রত রয়েছে যার ছড়াগুলি আলাদা আলাদা টুকরো টুকরো জিনিস নয়, কিন্তু সমগ্র পদার্থ, পুরো একটি নাটিকা—যদিও খুব ছোটো – ছবি ও ছড়া আঁকায় ও অভিনয়ে একটুখানি"(পৃ. ৪৬)

পারিবারিক সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি, স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনা, ভাবী জীবনের সুখ-শান্তি, বৃষ্টি কামনা ইত্যাদিতে আকাঙ্ক্ষিত নারীরা (সধবা বা কুমারী) ব্রত করে থাকেন। স্নান সেরে নতুন বা সদ্য ধোলাই করা কাপড় পরে ব্রতীরা আলপনা দিয়ে (পিটুলির গোলার) ব্রতস্থল সাজিয়ে নেন। পরে ফুলধরে, কামনা করে, ব্রতের ছড়া পড়ে ব্রতপালন করে থাকেন।এই ব্রতগুলি অকৃত্রিম ও স্বত:স্ফূর্ত এবং ঐহিক কামনা বাসনার প্রতিরূপ এতে ধরা পড়ে। কেননা এই ব্রতগুলিতে লোকসমাজের সুখদু:খের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে।

মূল শব্দ-- বাংলার ব্রত, অনুষ্ঠান, ব্রতপালন, শাস্ত্রীয় ব্রত, মেয়েলি ব্রত।

https://www.gapbhasha.org/